কোটচাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসক করোনা পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৮এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসকের (মেডিকেল অফিসার) নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল। আজ মঙ্গলবার (২৮এপ্রিল) সকালে ওই চিকিৎসকের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়। করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসক বর্তমানে হোম আইসোলেশনে আছেন বলে জানান ডাঃ আব্দুর রশীদ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ওই চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসা তার কর্মস্থলের ৫ ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশনে থাকা এক যুবক প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হন। তার চিকিৎসা সেবায় ওই চিকিৎসক না থাকলেও জরুরী বিভাগে শ্বাসকষ্ঠ নিয়ে আসা একজন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য কর্মীসহ করোনায় আক্রান্ত-১৯ হারদি

হাসপাতাল লকডাউন ঘোষনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের ৬ জন ডাক্তার ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) শনাক্ত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ জন।
জানাগেছে, গত ১মাসে আলমডাঙ্গায় ২৫ জন করোনা রোগি সনাক্ত করে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন। আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ফেরৎ মানুষের প্রবেশের কারণে করোনা আক্রান্তের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক দিন যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের কর্মিরা করোনা আক্রান্ত রোগীর নমুনা পরিক্ষার কাজ করে আসছিলো। এরই কারণে হাসপাতালের মোট ২২ জন দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়। গত সোমবার ২৭ এপ্রিল রাতে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ১৯ জনের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। প্রকাশ থাকে যে গত ১৯ শে মার্চ আলমডাঙ্গায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে। গত সপ্তাহের ২৩ শে এপ্রিল আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নে ৪জনকে করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে। এছাড়াও,গত এক সপ্তাহ পার না হতেই আবারো আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত ৬ জন ডাক্তার ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আলমডাঙ্গায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ জন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ২৩ জনের মধ্যে ১৯ জন করোনা শনাক্তের বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি আরো জানান, “যাদের পজিটিভ এসেছে তাদের নমূনা পরীক্ষা করা হয় কুষ্টিয়া সরকারী হাসপাতাল ল্যাবে। এদের মধ্যে ৬ জন ডাক্তার, ৭ জন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।
জেলা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, আলমডাঙ্গায় হারদি হাসপাতালে একই সঙ্গে ১৯জন করোনায় আক্রান্তের ঘটনায় হাসপাতাল লকডাউন করা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যাক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় উপজেলা চেয়ারম্যান, এসিল্যান্ড ও চিকিৎসকসহ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়ায় এবার উপজেলা চেয়ারম্যান, এসিল্যান্ড, সরকারি হাসপাতালের দুইজন চিকিৎসকসহ ১৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ জন। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

করোনায় আক্রান্তরা হলেন- কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, কুমারখালী উপজেলার এসিল্যান্ড মোহাইমিন আল জিহান (৩০), ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই উপসহকারী মেডিকেল অফিসার, কুমারখালী উপজেলার নারায়ণগঞ্জ ফেরত একই পরিবারের চারজন সদস্য, ঢাকা ফেরত এক তরুণী, খোকসা উপজেলার স্বামী-স্ত্রী ও তাদের তিন সন্তান এবং দৌলতপুর উপজেলার তিনজন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, জানান, নতুন করে করোনায় আক্রান্তদের নমুনা গত ২৬ এপ্রিল সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ জন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন জানান, কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের মীর্জাপুর গ্রামের এক ব্যক্তি (৩২), তার মা (৫০), স্ত্রী (২৬) ও বড় ভাই (৩৫) করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ওই ব্যক্তি চলতি সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রামের বাড়িতে আসেন। তার মাধ্যমে পরিবারের অন্য তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও এ উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের এক তরুণী (১৯) করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গত তিন সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়িতে আসেন।

এদিকে ভেড়ামারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই উপসহকারী মেডিকেল অফিসা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কামরুজ্জামান সোহেল জানান, এ উপজেলায় একই পরিবারের স্বামী- স্ত্রী ও তাদের তিন সন্তান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত ঢাকার এসবিতে কর্মরত পুলিশের এক এসআইয়ের মাধ্যমে একই পরিবারের এই পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, সোমবার রাতে তাদের বাড়ি এবং পাশের বিলজানি বাজার লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

দৌলতপুরে আক্রান্তরা হচ্ছেন উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের এক যুবক (৩৫), হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইকুন্ডি তাজপুর গ্রামের এক যুবক (২৬) এবং পেয়ারপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর নওদাপাড়া গ্রামের এক নারী। দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, জেলায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীরপুর থেকে আসা ৩ হাজার ৫৩ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

দেশে করোনায় আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪৯

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫৫ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪৯ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৬ হাজার ৪৬২ জন।

এছড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ জনসহ মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩৯ জন।

মঙ্গলবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

প্রতিমন্ত্রীর খাদ্য উপহার পেয়েছে মুজিবনগরের ১১ হাজার পরিবার

মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে ও সরকারি ভাবে মুজিবনগর উপজেলায় প্রায় ১১ হাজার কর্মহীন পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সহায়তা।

পর্যায়ক্রমে মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলাতেও প্রতিমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে যাবে বলে নিশ্চিত করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

মেহেরপুরে এক মাস অতিবাহিত হয়েছে অঘোষিত লক ডাউন। যা এখনো চলামান। জেলা প্রশাসন থেকে জানা যায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত লক ডাউন চলমান থাকবে।

এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে প্রায় অধিকাংশ পরিবার। ইতিমধ্যে কর্মহীন প্রায় ৫৩ হাজার ৪শ ৫৫টি পরিবার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা। এর পাশাপাশি শুধু মুজিবনগরেই প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে ১১হাজার পরিবার কে দেওয়া হয়েছে খাদ্য উপহার।

এছাড়াও লক ডাউন এর প্রথম দিকে মেহেরপুর জেলার ৪হাজার ৫শ পরিবারের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হয় প্রতিমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী

করোনা ভাইরাসের কারণে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত

১। প্রথম পর্যায়: ১০০০টি পরিবার- চা দোকানদার ও সেলুনকর্মী পরিবার প্রতি- ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ২ কেজি পেয়াজ, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি তেল, লবন ১ কেজি।

২। দ্বিতীয় পর্যায়: ৫০০ দুস্থ পরিবার প্রতি- ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, ৫০০ মিলি তেল।

৩। তৃতীয় পর্যায়: ৮০০ পরিবার- ভ্যান, অটো, আলগামন, পাখিভ্যান, নসিমন ইত্যাদি পরিবার পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৪। চতুর্থ পর্যায়: ৭৫ পরিবার- বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৫। পঞ্চম পর্যায়: ২০০ পরিবার- ভ্যান, অটো, আলগামন, পাখিভ্যান, নসিমন ইত্যাদি পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৬। ষষ্ঠ পর্যায়: ৮০০ দুস্থ পরিবার প্রতি- ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, ৫০০ মিলি তেল।

৭। সপ্তম পর্যায়: ৪০০ পরিবার- মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ভ্যান চালকদের পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৮। অষ্টম পর্যায়: ১২০০ পরিবার- ভ্যান, অটো, আলগামন, পাখিভ্যান, নসিমন ইত্যাদি পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

৯। নবম পর্যায়: ১০০০ পরিবার- প্রথম পর্যায় প্রদানকৃত ১০০০ পরিবার প্রতি পুনরায় ১০ কেজি করে চাল।

১০। দশম পর্যায়: ১৮০০ দুস্থ পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল।

১১। একাদশ পর্যায়: ৩২০০ দুস্থ পরিবার প্রতি ১৫ কেজি করে চাল। সর্বমোট ১০৯৭৫ টি পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সহায়তা।

তবে ১০০০ জন চা দোকানদার ও সেলুনকর্মীকে দুই বার করে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি বলেন, এরপরও মুজিবনগরে কোনো অসহায় বা অভুক্ত পরিবার থাকলে তাদের ত্রাণ বিতরণ করা হবে।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে জেলা প্রশাসক জানান, পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী আমাদের মজুদ আছে। মেহেরপুর জেলায় কোন মানুষ খাদ্য অভাবে থাকবে না।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় রুগি মৃত্যু’র অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা চিকিৎসায় পাতানী খাতুন (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু’র অভিযোগ করেছে তার স্বজনরা। সোমবার দুপুর একটার দিকে গাংনী হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পাতানী খাতুন উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের মৃত আব্দুল ওহাবের স্ত্রী।

পাতানী খাতুনের ছেলে আওয়াল হোসেন বলেন,তার মা উচ্চ রক্তচাপের রুগি। হঠাৎ মায়ের পেসার নেমে গেলে তাকে গাংনী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হয়।

জরুরী বিভাগের চিকিৎসক গণ রুগির করোনা সংক্রমণ আছে সন্দেহে এক ঘন্টারও বেশি চিকিৎসা না দিয়ে বসিয়ে রাখেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর একটি বেসরকারী ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারে ইসজি করাতে বলায় আমরা তা করে আনি।

অতপর মাকে আবারো হাসপাতালে নিয়ে অক্স্রিজেন দেওয়ার মাত্র ১ মিনিট পরই খুলে নেয়া হয়। এর পরপরই মায়ের মৃত্যু হয়। আমরা এর বিচারের দাবিতে লাশ নিয়ে শহীদ মিনারে অনশন করতে চেয়েছিলাম। তবে গাংনী উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা তদন্ত করে বিচারের আশ্বাস দিলে লাশ বাড়িতে নেয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যান কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম বলেন, রুগিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। রুগির স্বজনরা কুষ্টিয়া নিতে গড়িমসি করায় তার মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন,যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবগত করে

ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় তারা লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দীন বলেন,রুগির হার্টে সমস্যা ছিলো বলে জানতে পেরেছি। প্রাথমিক চিকিৎসাও দেয়া হয়েছে। পরে রেফার্ড করা হলে তারা রুগি কুষ্টিয়া নিতে দেরি করায় ওই মৃত্যু’র ঘটনা ঘটে। তবে চিকিৎসায় কোন গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি বলেন,গাংনী হাসপাতালে কেন রুগিদের যথাযথ চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছেনা ও মৃত্যু’র ঘটনা ঘটছে এ বিষয়ে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নিতে সিভিল সার্জনকে বলা হয়েছে।

ঝিনাইদহ করোনা: মোট ১৩ জন আক্রান্তের ৭জনই স্বাস্থ্য বিভাগের

ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপক ঝুকির মধ্যে। গত তিন দিনে জেলাই মোট ১৩জন রোগী করোনা পজেটিভ শনান্ত হয়েছে। তার মধ্যে ৭জনই স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের বলে জানা গেছে। এ নিয়ে ডাক্তার নার্সসহ সকলের মধ্যে এক ভীতিকর পরিস্থিতি কাজ করছে। স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায় গত ২৬এপ্রিল ৭জন শনাক্তের মধ্যে একজন ডাক্তার, একজন হাসপাতালের পরিসংখ্যানবিদ এবং দুই ◌্এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার। এছাড়া ২৭তারিখ সোমবার ৪জন শনাক্তের মধ্যে ৩জনই স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে জড়িত একজন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কার্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শক (দায়িত্ব প্রাপ্ত), একজন শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কার্যালয়ের ভান্ডার রক্ষক এবং একজন ড্রাইভার বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানাগেছে গত ২৫ তারিখে যে দুইজন রোগী শনাক্ত হয়েছিল তার মধ্যে বিথি খাতুন নামে একজন রোগীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং তাকে দেখতে গিয়ে দুইজন স্বাস্থ্য কর্মী আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ নিয়ে ফিল্ড পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে

আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য বিভাগের বেশ কয়েক জন জানান ব্যবহৃত পিপিই এবং মাস্ক এর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেন মান সম্মত পিপিই সরবরাহ করা হয়নি এবং যে মাস্ক দেওয়া হয়েছে তা এন-৯৫ মাস্ক নয়।

এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন স্বাস্থ্য কর্মী ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের কর্মীরা এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পোষাক পাইনি বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ সাজ্জাৎ হোসেন সরকারী গাড়ি আনতে ঢাকায় যাওয়ার কারনে বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। তার পরিবর্তে দায়িত্ব প্রাপ্ত ডাঃ গুলশানারা লিমা জানান নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এই অক্রান্ত হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর কম্িউনিটি ক্লিনিকের কর্মীদের পিপিই এখনো পাওয়া যায়নি, যদি পাওয়া যায় তা সাথে সাথে পৌছে দেওয়া হবে।

দেশে করোনায় আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৯৭

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫২ জনে।

২৪ ঘন্টায় নতুন নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৮১২জনের, একই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯৭ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৫ হাজার ৯১৩ জন। সোমবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

করোনা: দিল্লির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল বন্ধ

করোনা পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো হিন্দু রাও নামে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল।

ওই হাসপাতালের একজন নার্সের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হওয়ার পর পরই হাসপাতাল সিলগালা করে দেয়া হয়।

সোমবার ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর নিশ্চিত করেছে।

সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত দুই সপ্তাহ ধরে ওই নার্স ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বে ছিলেন। সে জন্য করোনার বিস্তার রুখতে হাসপাতালটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পর হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোসহ একে জীবাণুনাশক করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে এনডিটিভিকে উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার ভার্ষা জোশি বলেছেন, ওই নার্সের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে অনেককেই শনাক্ত করে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটি তদন্ত দল গঠন করে ওই নার্স কার থেকে সংক্রমিত হলেন ও তিনি কতজনকে সংক্রমিত করতে পারেন পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, দেশটির রাজধানী দিল্লিতে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজার ৬৫২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে ১১১ জন এবং মারা গেছেন একজন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫৪ জন। সরকারি হিসাবে আক্রান্তের দিক থেকে শীর্ষে থাকা মহারাষ্ট্রের পরই দিল্লির অবস্থান। সূত্র-যুগান্তর

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ: প্রধানমন্ত্রী

করোনা মহামারী পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখনই স্কুল-কলেজ খুলে দেয়া হবে না। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। যখন করোনা সংক্রমণ থামবে, তখন খুলব।

তিনি বলেন, আলেমরা মসজিদে সীমিত আকারে জামাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবাই বাসায় বসে ইবাদত করুন। এই মহামারী যাতে কেটে যায় দোয়া করুন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমরা এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠব। আবার কলকারখানা খুলবে। আমাদের অর্থনীতি আবার সচল হবে। দুর্যোগ আসবে সেটি আবার চলে যাবে। আবার আলো আসবে। আজ বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী এবং সিরাজগঞ্জ জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী উল্লিখিত জেলার প্রশাসক, পুলিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, নার্স, রাজনীতিক, সেনাসদস্য, মসজিদের ইমাম, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি ও ত্রাণ বিতরণ নিয়ে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে চার দফা পৃথক ভিডিও কনফারেন্সে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং

ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৮ জেলার সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সূত্র-যুগান্তর